তারিখ 29 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩৭ কলাম ৬

যুগান্তর

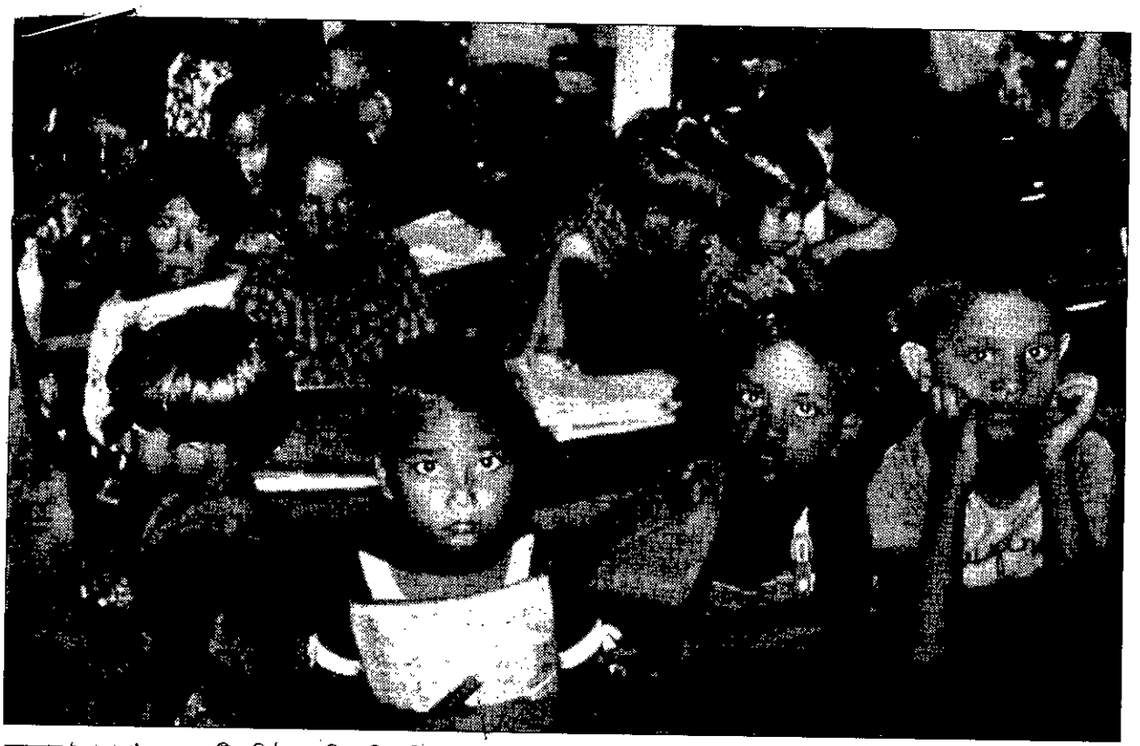

ফতুল্লায় 'স্বপ্নডানা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করছে যুগান্তর

আলো ছড়াচ্ছে 'স্বপ্নডানা'

আলামিন প্রধান, *ফতুল্লা থেকে*

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় চানমারী বস্তিতে এক সময় প্রকাশ্যে শিস দিয়ে মাদক বিক্রি হতো। সেখানে এখন সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও অক্ষরজ্ঞানহীন নারী-পুরুষদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়ানো হচ্ছে। তৈরি করা হয়েছে 'স্বপ্নডানা' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষদের সহযোগিতায় স্থাপিত স্কুলটি পাল্টে দিয়েছে গোটা চাঁনমারী বস্তির চিত্র।

জানা গেছে, ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চাঁনমারী বস্তির বড় বড় তিনটি মাদক স্পট উচ্ছেদ করে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য স্কুল স্থাপন করেন তৎকালীন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক-সার্বিক) গাউছুল আজম। পরে গত বছরের ২ অক্টোবর স্কুলটি উদ্বোধন করেন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও বিকেএমইএ'র সভাপতি সেলিম ওসমান। শুরুতে ৪৫ জন শিশুকে নিয়ে পাঠদানের কার্যক্রম শুরু হলেও ধীরে ধীরে কলেবর বাড়তে থাকে।

সরেজমিন স্কুলটিতে গিয়ে কথা হয় শিশু রুবির সঙ্গে। রুবি জানান, বাবা-মাকে হারিয়ে ছোটবেলা থেকে নানীর কাছে থাকে সে। অভাবের সংসারে স্কুলে যাওয়া হয়নি তার। স্কুলে ভর্তি হতে পারবে এমনটি কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি সে। তবে তার সে স্বপ্ন পূরণ করেছে স্বপ্নডানা প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়। শুধু রুবিই নয় সোহানা, আবদুল্লাহ, আলিফসহ প্রায় ২শ' সুবিধাবঞ্চিত শিশুর স্বপ্নপূরণ হয়েছে স্বপ্নডানায়। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশাপাশি খেটে খাওয়া নারী-পুরুষদের মাঝেও শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে স্বপ্নডানা। আদালতপাড়ার পুলিশদের রাঁধুনি ফিরোজা, ইটভাঙা শ্রমিক মালেকা, সায়মা, ইয়াসমিন, লাইলীরাও এখন আর নিরক্ষর নেই। বেত, পুঁতি, ব্লক, বাটিক, মোম তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে আফরোজা, পুতুল, সুমাইয়া, রিক্তারা।

স্কুলটির প্রবেশমুখের বাম পাশে একটি বসার জায়গা করা হয়েছে যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে অসহায়দের বিনামূল্যে স্বাস্থসেবা প্রদান করা হয়। ডানপাশে স্থাপন করা হয়েছে দোলনচাপা বুটিক হাউজ। যেখানে বস্তি এলাকার শতাধিক নারী হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বল্প পুঁজিতে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। ভেতরের দুটি কক্ষে স্কুলে শিক্ষা নিচ্ছে প্রায় দু'শ সুবিধাবঞ্চিত শিশু। স্কুল ঘরের ভেতরে রয়েছে একটি কম্পিউটার কক্ষ। স্কুলের সব কক্ষ ও আশপাশের এলাকাজুড়ে বসানো হয়েছে ক্লোজ সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা। স্কুলটিতে প্রাক প্রাথমিকের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে তিনজন নারী শিক্ষককে। এছাড়া বস্তির আশপাশের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরাও প্রায় সময় এসে শিশু ও নারী-পুরুষদের লেখাপড়া করায়। নার্সারি শ্রেণীর শিক্ষক সুমি আক্তার যুগান্তরকে জানান, নার্সারিতে ভর্তি হয়েছে ৬৯ জন শিশু। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। শিশু শ্রেণীর শিক্ষক রিয়া আক্তার জানান, শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে ৭৩ জন শিক্ষার্থী। শিশু শ্রেণীর ক্লাস চলে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ১ম শ্রেণীর শিক্ষক উম্মে সালমা জানান, ১ম শ্রেণীতে ক্লাস চলে বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। তিনজন শিক্ষকই জানান, এই স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুরা এর আগে কখনোই স্কুলে যায়নি। তারা কেউ ছিল পথশিশু নয়তো ভিক্ষাবৃত্তি করত। কেউ কেউ মাদক বিক্রি ও পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো। তবে স্কুলটি তাদের বদলে দিয়েছে। তাদের মধ্যে স্কুলে আসার আগ্রহ অভাবনীয়।

ফতুল্লায় পাল্টে গেছে মাদকের বস্তি

সন্ধ্যার পরে স্কুলটিতে চলে গণশিক্ষার কার্যক্রম। এতে শতাধিক নারীকে আরবি ও বাংলা শেখানো হয়। আরবির জন্য ২ জন ও বাংলার জন্য একজন নারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আরবির শিক্ষক উম্মে কুলসুম ও বাংলার শিক্ষক সুমাইতা সুবাহনূর যুগান্তরকে জানান, ষাটোর্ধ্ব রোকেয়া, ফাতেমা, কাঞ্চন, হাওয়া, আয়েশারা কখনোই স্কুলে যেতে পারেনি। তাদের সেই আক্ষেপ ঘুচিয়েছে এই স্কুলটি। আদালতে পুলিশদের জন্য রান্নার কাজ করা ফিরোজা, ইটভাঙার শ্রমিক মালেকা, সায়মা, ইয়াসমিন, লাইলী, পারুলরাও নিয়মিত স্কুলে আসছেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) গাউছুল আজম যুগান্তরকে জানান, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের প্রত্যেকে ৫০০ টাকা করে ২৫ হাজার টাকা এবং আমি ২৫ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসার মূলধন দিয়েছি। সকাল-সন্ধ্যা ও রাতে তারা নিজেরাই পালাক্রমে দোলনচাপায় বসে। তারা প্রবল উৎসাহ নিয়েই স্বাবলম্বী হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে। স্কুলটি সম্পর্কে তিনি বলেন, ৬ জন শিক্ষক ও নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছে দু'জন নৈশপ্রহরী। সবাইকেই মাসিক ভিত্তিতে বেতন প্রদান করা হচ্ছে। তবে স্কুলটির নিজস্ব কোনো ফান্ড নেই। কিংবা নেই দাতা সদস্য। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষদের সহায়তায় স্কুলটি গড়ে তোলা হয়েছে। আমার ইচ্ছা স্কুলটি অন্য দশটি স্কুলের মতোই পরিচালিত হোক।